দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন সেক্টরে লোকবলের অভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম

॥ জাকির হোসেন লুদু, চট্টগ্রাম অফিস ॥

দীর্ঘদিন যাবত শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন শাখায় অসংখ্য পদ শূন্য থাকার কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। পদগুলোর শূন্যস্থান দ্রুত পূরণ করা না হলে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দুরবস্থায় পড়বে। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমগ্র দেশে দশটি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। শিক্ষা অধিদপ্তরে একটিসহ ঢাকা বিভাগে ৩টি, রাজশাহী বিভাগে ২টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ২টি এবং খুলনা-বরিশাল ও সিলেট বিভাগে একটি করে কার্যালয় আছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর নামে আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে ঢাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। প্রত্যেক আঞ্চলিক কার্যালয়ে একজন করে উপ-পরিচালক, একজন করে বিদ্যালয় পরিদর্শক-পরিদর্শিকা, একজন করে সহকারী পরিদর্শক-পরিদর্শিকার পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক জেলায় একজন করে শিক্ষা কর্মকর্তা এবং একজন করে সহকারি শিক্ষা কর্মকর্তার পদ আছে। শিক্ষা ব্যবস্থার যাবতীয় কার্যক্রম তাদের উপর ন্যস্ত। কিন্তু দীর্ঘ দিন যাবত অধিকাংশ পদ শূন্য পড়ে থাকায় সমগ্র দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অচলাবস্থা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য সৃষ্ট দেশের দশটি অঞ্চলের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোর মধ্যে বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক কার্যালয় ছাড়া অন্যত্র উপ-পরিচালক পদগুলো খালি রয়েছে। বিদ্যালয় পরিদর্শকের ১৭টি পদের মধ্যে মাত্র বর্তমানে কর্মরত রয়েছে ৬ জন। এই সব কার্যালয়ে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক ও পরিদর্শিকার পদ রয়েছে মোট ১৬টি পদ। সকল পদ এখন শূন্য। দীর্ঘদিন যাবত কোন নিয়োগ নেই। এ ব্যাপারে ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন কমিটির (ডিপিসি) কোন সভা আহবান না করায় দীর্ঘদিন যাবত পদগুলো শূন্য রয়েছে। শিক্ষা অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত আঞ্চলিক কার্যালয় ছাড়াও দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সুচারুভাবে পরিচালনা ও কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার ভার ন্যস্ত করা হয়েছে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ওপর। কিন্তু ৬৪টি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পদের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত রয়েছে মাত্র ২৩ জন। ৪১টি পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার পদসহ সব পদ শূন্য।

দেশের সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর চিত্র আরো ভয়াবহ। সমগ্র দেশে ৩১৭টি সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ৭২টিতে আছেন প্রধান শিক্ষক। অবশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী বা পূর্ণকালীন কোন প্রধান শিক্ষক নেই। ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র শিক্ষকদের দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত করা হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকদের অভাবে সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অন্যান্য শিক্ষকদের দলাদলি, শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকদের পাঠদানে অনীহা এবং নিয়ম-নীতি না মানার ঘটনা ঘটছে অহরহ।

দেশের ৩১৭টি সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭ হাজার ৭ শত ৬৪টি সহকারি শিক্ষকের পদ রয়েছে। তার মধ্যে প্রায় দেড় হাজারের মতো সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। বর্তমানে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানো হচ্ছে মাত্র ৫/৬ জন শিক্ষক দিয়ে। যেমন, বন্দর নগরীর দুইটি খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম সরকারি মহসিন স্কুল ও চট্টগ্রাম সিটি সরকারি বালিকা স্কুলে মাত্র ৬ জন করে সহকারি শিক্ষক তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান সরকার ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য দেশের ক্রীড়াঙ্গনে ব্যাপক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে; কিন্তু এই দুই স্কুলে ক্রীড়া শিক্ষকের পদও সৃষ্টি করা হয়নি। এই সকল সমস্যার পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষক স্বল্পতার চিত্রও ফুটে উঠেছে। তিন পার্বত্য জেলার সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া দুর্গম অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন রাঙ্গামাটি নানিয়ার চর, বরকল, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবানের রুমা লামা, আলী কদম, খাগড়াছড়ির দীঘিনালার সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত শিক্ষার মান উন্নয়ন শীর্ষক এক আলোচনা সভায় দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্দশার চিত্র তুলে ধরা হয়। আলোচনা সভায় শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর কেএম আওরঙ্গজেব, পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) প্রফেসর খান হাবিবুর রহমান, পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর আলম শরীফ উপস্থিত ছিলেন। তারা জানান, ইতিমধ্যে দশটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য ৭ জন উপ-পরিচালকের নাম মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শূন্য পদগুলোরও শূন্যস্থান পূরণ করা হবে।